যুগান্তর

তারিখ 21 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শাহজাদপুরের ভেড়াকোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

শাহজাদপুর প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার ভেড়াকোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীনের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে ৩২১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ওই বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে। ১৮ মার্চ বিষয়টি তদন্ত করার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা করা হয়নি। লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকার একটি অংশ তিনি তার পকেটে ফেলছেন। সরেজমিন ওই বিদ্যালয় ঘুরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছ থেকে এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানান, শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি বাবদ ৩০ টাকা, পঞ্চম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রদান বাবদ ৫০ থেকে ১০০ টাকা নেয়া ছাড়াও উপবৃত্তির টাকা প্রদানের সময় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সভাপতি সামসুল ইসলামের পরামর্শে প্রতি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৫০ টাকা করে নেয়া হয়। আর এ কাজটি করা হয় ব্যাংকের লোকের অগোচরে। এদিকে এ বিষয়ে শাহজাদপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি লিখিত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে জানান, ভেড়াকোলা ১৪৮নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করায় তা তদন্তের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এদিকে অভিযোগকারীরা জানান, ১২ মার্চ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদুল হককে তদন্তের দায়িত্ব দিলেও ওই বিদ্যালয়ে সভাপতির অনুপস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে তদন্তের দিন পিছিয়ে দিয়ে তাদের সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য বর্তমান ক্ষমতাশীন দলের কতিপয় নেতাদের দিয়ে ভয়ভীতি দেখান হয়েছে। এ ব্যাপারে কথা হয় তদন্ত কর্মকর্তা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদুল হকের সঙ্গে। তিনি জানান, বিদ্যালয়ের সভাপতি সামসুল ইসলাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা। তাই তিনি ওই দিন ব্যস্ত থাকায় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেনের নির্দেশে এই তদন্তের কাজ পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। রোববার তদন্তের দিন ধার্য করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের টুকিটাকি কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় যে আর্থিক সাহায্য করে শুধু সেটুকুই নেয়া হয়।